দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ . 29 . MAR . 2015 . . . .
পৃষ্ঠা . . . 6 . . . কলাম . . . 2 . . . . .

শিক্ষা, শিক্ষক ও বেত্রাঘাত

গাধা পিটাইয়া মানুষ করিবার কথাটি বহুল প্রচলিত। অনেক অভিভাবকও মনে করেন, কোমলমতি শিক্ষার্থীরা ক্ষেত্রবিশেষে বড়ই 'বেয়াদপ', তাহাদের না-পিটাইয়া 'মানুষ' করা যায় না; কিন্তু মানবসন্তানতো সেই শ্রেণিভুক্ত নহে। প্রতীকী অর্থেও নহে। নানা গবেষণায় দেখা গিয়াছে, বেত্রাঘাতে মানুষ হইবার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাভীতি কিংবা স্কুলভীতি বৃদ্ধি পায়। সার্বিকভাবে বেত্রাঘাতের শুভাশুভের পাল্লায় অশুভ দিকটাই অনেক বেশি ভারী দেখা যায়। সেই কারণে শিক্ষাদানের নিমিত্ত বেত্রাঘাত নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও শিক্ষকগণের কেহ কেহ এখন পর্যন্ত ছাত্র-পিটাইবার প্রবণতা হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে নাই। ফলে, প্রায়শই শিক্ষকের বেত্রাঘাতে শিক্ষার্থী অসুস্থ হইবার খবর পত্রিকায় উঠিয়া আসে। গত শনিবারে ইত্তেফাকে এই সংক্রান্ত একটি সংবাদ হইতে জানা যায়, স্কুলের বাদ্যযন্ত্র ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত চাঁদার টাকা না দিতে পারিবার অপরাধে বরিশালের গৌরনদী উপজেলার পিংগলাকাঠি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৪০ ছাত্রকে বেত্রাঘাত করিয়া আহত করিয়াছে বিদ্যালয়টির একজন শিক্ষক। তাহার প্রচণ্ড প্রহারে কয়েকজন ছাত্র সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলে। ফলে অন্যূন ১০ জন প্রহৃত ছাত্রকে ডাক্তার ডাকিয়া প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হইয়াছে।

শিক্ষার্থীদের তুচ্ছ কিংবা পান হইতে চুন খসিবার মতো অপরাধে কোনো শিক্ষক গণহারে বেত্রাঘাত করিলে, তাহাকে এক ধরনের মানসিক অসুস্থতাও বলা যায়। শিক্ষাদানের নিমিত্ত শিক্ষার্থীকে শারীরিকভাবে আঘাত নিষিদ্ধ করিয়া ২০০৮ সালে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর পরিপত্র জারি করে। এই ব্যাপারে হাইকোর্টেরও অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ রহিয়াছে। ২০১০ সালের আগস্ট মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়েরও একটি পরিপত্রে বলা হয়—শিক্ষার্থীদের শারীরিক শাস্তি দেওয়াকে অসদাচরণ হিসাবে গণ্য করা হইবে। পরিপত্র অনুযায়ী, যাহারা শারীরিক শাস্তি প্রদান করিবেন তাহাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১৮৬০, শিশু আইন এবং ক্ষেত্রমতে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে উদ্যোগ গ্রহণেরও নির্দেশনা দেওয়া হয়।

একজন শিক্ষক এমন বর্বর আচরণ করিতে পারেন, তাহা অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইলেও আবহমান কাল ধরিয়া আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এই নির্মম 'সংস্কৃতি', আইন হইবার পরও, নির্মূল হয় নাই। এই সংস্কৃতির জনক ছিল ইংরেজরা। ইংরেজি প্রবাদও রহিয়াছে—'স্পেয়ার দ্য রড, স্পয়েল দ্য চাইল্ড'। অর্থাৎ, ডাণ্ডা না মারিলে শিশুরা গোল্লায় যায়; কিন্তু বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে—শিক্ষা আর বেত একসঙ্গে চলিতে পারে না। যদি সঠিক শিক্ষা চাই, তাহা হইলে বেতকে বিসর্জন দিতেই হইবে। কোমল ও পরিণত মননের সহিত শিক্ষাদানের সম্পৃক্ততা না ঘটাইলে সেই শিক্ষা একটি খোলস তৈরি করে মাত্র, প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে না।

শিক্ষার্থীদের নিকট শিক্ষক হইলেন সবচাইতে সম্মানী, সবচাইতে জ্ঞানী, সবচাইতে মহান মানুষ। সেই মানুষ যদি বেত্রহস্তে রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন, আসুরিক শক্তি প্রয়োগ করেন সন্তানতুল্য ছাত্রছাত্রীর ওপর—তাহা এক ভয়ানক বার্তা পৌঁছাইয়া দেয় শিক্ষার্থীদের প্রতি। সেই বার্তা হইল— ডাণ্ডা ব্যতীত কিছু ঠাণ্ডা হয় না। সেইসব শিক্ষার্থী পড়ালেখার সহিত তাহাদের মননে এই শিক্ষাটিও গাঁথিয়া নেয়। তাহারাই পরবর্তীতে শিক্ষকতা পেশায় আসিলে অনুসরণ করিতে উৎসাহী হয় নিজের শিক্ষকের নির্মমপন্থা। এই অসুস্থ চক্র হইতে বাহির হইতে হইবে। পাশাপাশি শাস্তি পাইতে হইবে আইন অমান্যকারী শিক্ষককে।